অগ্নিগিরি বিভীষিকা

মেদওয়ান সানী

স্বনবর্ণ

অগ্নিগিরি বিভীষিকা
(থ্রিলার গল্প অবলম্বনে)
রেদওয়ান সামী
স্বত্ব : প্রকাশক
প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০২১
প্রকাশক
ভরবর্ণ
৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৭৮৭-০০৭০৩০
Email : info.shoroborno@gmail.com
পরিবেশক
মাকতাবাতুল হাসান
অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com - wafilife.com - quickkcart.com
প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ্ মুন্না
মুদ্রণ : শাহবিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা
মূল্য : ৮৭ টাকা

©
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ।

Agnigiri Bivishika By Redwan Samy, Published by : Shoroborno, 1st Edition : March 2021, Price Tk. 87, ISBN : 978-984-8012-74-1

অর্পণ

কেউ কেউ এমনও আছে, অন্যের প্রতি যার স্নেহ, ভালোবাসা আর মায়ার ঘড়া কানায়কানায় ভরা। কিন্তু মুখের কথায় ভালোবাসার খই ফোটে না, কিংবা নাচে না চোখের তারায় মায়ার বকুল।

আমাদের বাবা তেমনই একজন। বাবা কোনোদিন আমাদের নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাননি, স্কুল মাদরাসার কায়কারবার মা-ই দেখেছেন সব। আমার মনে পড়ে না, আমি কখনও বাবার হাত ধরে হেঁটেছি কি না। কখনো সখনো হাটে-বাজারে গিয়েছি বটে, তবে সেটা নেহায়েত জরুরতে।

আমাদের বাবা এমনই একজন মানুষ। তবু মনে হয়, বাবার হৃদয়টা আস্ত একটা স্নেহের রাজপ্রাসাদ। সে প্রাসাদে বাবা লুকিয়ে রেখেছেন আমাদের জন্য অঢেল ভালোবাসা, মায়া আর স্নেহের হাস্নাহেনা।

দুটো নীলমণি জোগাড় হয়েছে। আরও অনেকগুলো বাকি এখনো। মা নলখাগড়া দিয়ে ঝুড়ি, পাখির খাঁচা বানাচ্ছেন। হাসান বসে আছে মায়ের সামনে। ভাবছে, বাকি নীলমণিগুলো কীভাবে সংগ্রহ করা যায়। হাসানের মনে পড়ল বাবার কথা। বাবা বেঁচে থাকলে দুজনে একসঙ্গে খোঁজাখুঁজি করা যেত। মা বলেছেন, বাবা নাকি অনেক সাহসী ছিলেন। পড়ালেখা বেশি করতে পারেননি। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ঢুকে পড়েন চাকরিতে। বাবার সাহস আর বীরত্বের কারণে অল্পদিনেই বাবার পদোন্নতি হয়। শত্রুরা তো বটে, সৈনিকরা পর্যন্ত বাবাকে দেখে থরথর করে কাঁপত। সেই বাবাটা গন্ডগোলের মাঝে পড়ে মারা গেলেন। বাবা থাকলে কী ভালোটাই-না হতো।

হাসান আনমনা হয়ে ভাবছে, কীভাবে তৃতীয় মণিটা পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় মণিটা খুঁজে পেতে প্রথম মণিটা সাহায্য করেছিল। প্রথম মণিটার পাশে লেখা ছিল 'সমুদ্র'। কিন্তু দ্বিতীয় মণিটা তো সেরকম কিছু আলামত বলল না। তাহলে তৃতীয় মণিটা কীভাবে খুঁজে পাবে সে?

মায়ের ডাকে হাসানের ভাবনায় ছেদ পড়ল। মা ডেকে বললেন,

হাসান, কী নিয়ে এত ভাবছিস? ভাবতে ভাবতে তুই দেখছি গবেষক হয়ে যাবি। তখন তোর বাবার মতো তোকেও জোর করে সরকার ধরে নিয়ে চাকরি দিয়ে দেবে। তারপর আমাকে এখানে পড়ে থাকতে হবে একা একা। না বাবা, অত ভেবে কাজ নেই।

হাসান বলল,

মা, আসলে আমি বাবাকে নিয়েই ভাবছিলাম। নীলমণির ভাবনার চেয়ে বাবার কথাই এখন আমার বেশি মনে পড়ছে। বাবা বেঁচে থাকলে আজ আমাদের এত কষ্ট করে সংসার চালাতে হতো না।

হাসানের কথা শুনে মা যেন কেমন হয়ে গেলেন। তার চোখদুটো ছলছল করছে। মা নিচের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। অনায়াসে তাই মায়ের চোখ থেকে ক-ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে বিলম্ব করল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বললেন,

এত আগে তোর বাবা আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, আমি ভাবতেও পারিনি। কিন্তু, কী আর করার, ভাগ্যে যা ছিল তাই হয়েছে। ভাগ্যের বাইরে তো আর কিছু নেই।

কিছুক্ষণ মা আর কোনো কথা বললেন না। একমনে কাজ করে গেলেন। হাসানও বলার মতো কিছু খুঁজে পেল না। মাটিতে